দৈনিক সংবাদ

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

2002

‘পত্রিকায় কিছু সত্য কিছু মিথ্যা লেখা হচ্ছে’

হাতজোড় করে উপাচার্যের ক্ষমা প্রার্থনা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে হামলার ঘটনা সম্পর্কে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, সত্য ঘটনা এখনও প্রকাশ হয়নি। সংবাদপত্রে কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা লেখা হচ্ছে। তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত করে আমার সারাজীবনের অর্জন ও মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে।

গতকাল দুপুরে উপাচার্যের দপ্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্য এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে কর্মরত সাংবাদিকরা ক্যাম্পাসে সাংবাদিক নির্যাতন ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গেলে তিনি একথা বলেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য দেয়ার পর সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রশ্ন করলে অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরে তিনি হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকেন। এক পর্যায়ে আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করে তিনি উপাচার্যের দপ্তরের হলরুম থেকে উঠে চলে যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী আরও বলেন, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সত্য ঘটনা প্রকাশ পাবে। ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করা হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তদন্ত কমিটি যদি আমাকে দায়ী করে তাহলে আমি পদত্যাগ করব। বিচারের আগেই ফাঁসি দেয়া কোন সভ্য সমাজে রীতি হতে পারে না। তবে ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বলেন, আমি সজ্ঞানে কোন অবহেলা করিনি। ঘটনার সঙ্গে আমি কোনভাবেই

উপাচার্যের : পৃঃ ২ কঃ ৭

উপাচার্যের : ক্ষমা প্রার্থনা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

জড়িত নই।

অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, আমার ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ব্যক্তিস্বার্থে কোন কিছু করিনি। ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল কামনায় সকল কাজ করেছি। শিক্ষকতার পাশাপাশি সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ডিন, দু'টি বিভাগের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছি; কিন্তু এখন একটি অনভিপ্রেত ঘটনা আমার সারাজীবনের অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। আমার মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। আমি শিক্ষক একথা উল্লেখ করে তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা কি আমার মান-মর্যাদা রাখবেন না?

গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ ফোন করে জানিয়েছিল হলে হামলা হয়েছে। গেট ভেঙে হলে ঢোকার চেষ্টা কতটা বৈধ সেটা বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি শুনেছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে তাদের চিকিৎসার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেছি।

ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না, পুলিশের ওপর এখনও তিনি আস্থাশীল কিনা, শামসুন্নাহার হলে হামলার ঘটনা তিনিসকাল বেলায়ও খবর পাননি, এখন কিভাবে তিনি দ্রুত খবর পাচ্ছেন? ক্যাম্পাসে আগত ছাত্রছাত্রীদের তিনি বহিরাগত বলে উল্লেখ করার ঘটনায় কিভাবে তিনি নিশ্চিত হলেন উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা বহিরাগতসহ বেশকিছু প্রশ্নের উত্তরে তিনি হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ক্ষমা প্রার্থনার সময় কখনও 'বিষয়টি তদন্ত হচ্ছে— এমন কথা বলা ঠিক হবে না', আবার কখনও 'আমি এখন আর এ বিষয়ে কথা বলব না' বলে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেন। কখনও কখনও 'আমার কথা বলেছি, আর বলতে চাই না' বলেও উল্লেখ করেন। এক পর্যায়ে 'আমি আর কথা বলব না, উঠে যাচ্ছি' বলে উঠে চলে যান।